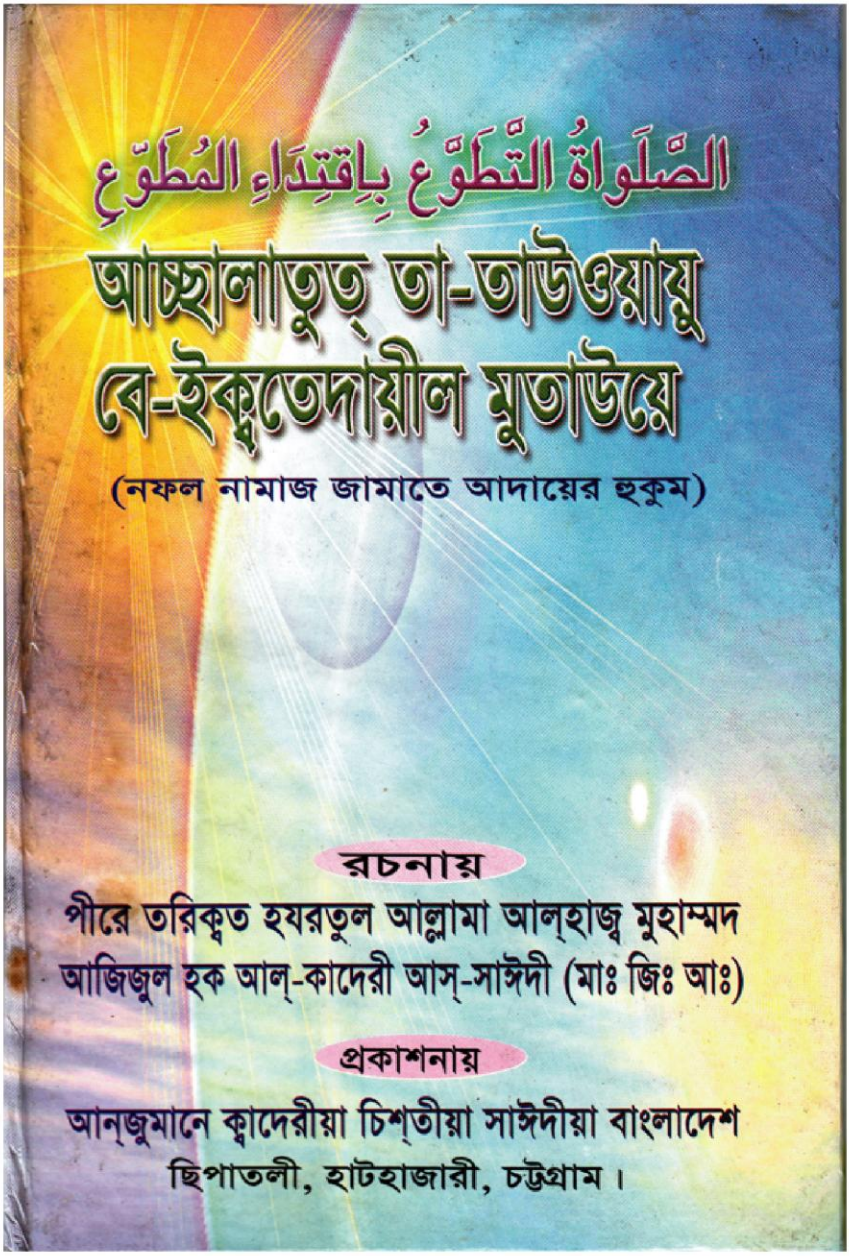

الصَّلَوٰةُ التَّطَوُّعُ بِاِقْتِدَاءِ الْمُطَوِّعِ
আচ্ছালাতুত্ তা-তাউওয়ায়ু
বে-ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে
(নফল নামাজ জামাতে আদায়ের হুকুম)
রচনায়
পীরে তরিক্বত হযরতুল আল্লামা আল্হাজ্ব মুহাম্মদ
আজিজুল হক আল্-কাদেরী আস্-সাঈদী (মাঃ জিঃ আঃ)
প্রকাশনায়
আন্জুমানে ক্বাদেরীয়া চিশ্তীয়া সাঈদীয়া বাংলাদেশ
ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

الصَّلَواةُ التَّطَوُّعُ بِـاِقْتِدَاءِ الـمُطَوَّعِ

আস্-সালাতুত্ তা-ত্বাওউ'
বি-ইক্বতিদায়িল মুত্বাওয়ায়ি'

[প্রথম খণ্ড]

ও

নফল নামায জামাতে আদায়ের বিধান

[দ্বিতীয় খণ্ড]

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ।

الصَّلَواةُ التَّطَوُّعُ بِـاِقْتِدَاءِ الـمُطَوَّعِ

আস্-সালাতুত্ তা-ত্বাওউ‘ বি-ইক্বতিদায়িল মুত্বাওয়ায়ি‘

রচনায়:
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ)

নিরীক্ষণে :
উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল অদুদ

অনুবাদ:
এম. এম. মহিউদ্দীন
মুদার্‌রিস: ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা

প্রকাশকাল:
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৩ ইংরেজী
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮ ইংরেজী

আর্থিক সহযোগিতায় :
আলহাজ্ব মোঃ রফিকুল ইসলাম
পিতা : মরহুম আলহাজ্ব মোঃ নূরুল ইসলাম
গ্রাম : ছাদেক নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
তার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং
মুরুব্বীদের রূহের মাগফিরাত কামনায়।

হাদীয়া: ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

নফল নামায জামা'আতে আদায় করার গুওট্টত্ব প্রসঙ্গে ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব শাহ্সুফি সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী শেরে বাংলা রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ফতোয়া প্রদান করে কিতাব রচনা করেছেন। পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা এর বিপরীত অর্থাৎ নফল নামায জামা'আতে আদায় করা না-জায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস করে দিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভক্তবৃন্দ ও মুরীদান এবং আলেম-ওলামা বিশেষত তাঁর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা মাওলানা আমিনুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.) আমাকে উক্ত মাসআলার উপর কিছু লেখার অনুরোধ করলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নফল নামায জামা'আতে আদায়ের গুওট্টত্ব তুলে ধরে **اَلصَّلٰوةُ التَّطَوُّعُ بِاِقْتِدَاءِ الْمُطَوَّعِ** নামক কিতাবখানা রচনা করি।

পাঠক সমাজের খিদমতে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা অত্র কিতাবটি মাঝে মধ্যে কয়েক শব্দ বা লাইন পাঠ করে কোনরূপ মন্তব্য না করে বরং পুরো কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করার চেষ্টা করবেন। আমি অত্র কিতাবটি ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আল্হাজ্ব শাহ্সুফি সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী শেরে বাংলা রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি এর নামে উৎসর্গ করলাম।

আরজগুজার

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি উভয় জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। আর অফুরন্ত সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি সরকারে দো-আলম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব জাতিকে দেখিয়েছেন আলোকবর্তিকা ও মুক্তির সোপান।

আজকাল আমাদের দেশে শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি পূর্ণময় রজনীর নফল নামায জামা'আতে আদায় করা যাবে কিনা এ নিয়ে আলেম-ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য ও মতপার্থক্যের কারণে সহজ-সরল সাধারণ মুসলমানগণ বিভ্রান্তকর অবস্থায় পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষদের এহেন বিভ্রান্তকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক, পেশোয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, শায়খুল হাদীস ওয়ত্ তাফসীর, পীরে ত্বরিকত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মাদ্দাযিল্লুরুল আলী) এর সমাধানকল্পে **"اَلصَّلَواةُ التَّطَوُّعُ بِاِقْتِدَاءِ الْمُطَوَّعِ"** কিতাবটি প্রণয়ন করেন। যেখানে পূর্ববতী আলেম-ওলামা ও ইমাম-ফকীহগণের উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক বর্তমান প্রেক্ষাপটে নফল নামায জামা'আতে আদায় করার গুরুত্ব উপস্থাপন করতঃ সকল মতানৈক্য ও মতপার্থক্যের অবসান ঘটিয়েছেন।

মূলতঃ রুযূর কেবলা কিতাবটি উর্দুতেই রচনা করেছেন বিধায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হওয়াতে আমি অধম রুযূর কেবলার দোআ ও শুভদৃষ্টিকে একমাত্র সম্বল ও পাথেয় করে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে ভাষান্তর করেছি। যথাসাধ্য মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদের চেষ্টা করেছি, তারপরও ব্যতিক্রম কিছু দৃষ্টিগোচর হওয়াটা অধমের অযোগ্যতা ও ক্ষুদ্র জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর অত্র কিতাবটি পাঠান্তে মুসলিম সমাজ উপকৃত হওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে অনুবাদের সার্থকতা।

কিতাবটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আলহাজ্ব মৌ. নাছির উদ্দীনের উৎসাহে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন আলহাজ্ব মোঃ রফিকুল ইসলাম। আল্লাহপাক তাদেরকে উভয় জাহানের কামিয়াবী নাসীব করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে রুযূর কেবলার উচ্চ মর্যাদা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং যারা আমাকে অনুবাদ কার্যে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে যথার্থ বদলা দান করুন। আমিন!

অনুবাদক

এম. এম. মহিউদ্দীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্ন ঃ

هَلْ تَجُوْزُ صَلواةُ التَّطَوُّعِ بِالْجَمَاعَة اَمْ لَا অর্থাৎ নফল নামায জামাতে আদায় করা জায়েয আছে কি-না? যেমন তাহাজ্জুদের নামায, সালাতুত্ তাসবীহ, লাইলাতুল রাগায়েব, (রজব মাসের প্রথম জুমা রাত্রি) লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদর ইত্যাদি নফল নামাযসমূহ জামা'আত সহকারে আদায় করা জায়েয আছে কি-না? এবং এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের অভিমত কি?

উত্তর ঃ نستعين بالله العزيز و بيده ازمنة التحقيق জেনে রাখা আবশ্যক যে, নফল নামায জামা'আত সহকারে আদায় করার ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হলো এই যে, **بِلَاتَدَاعِىْ** তথা আহ্বান ব্যতীতে জায়েয ও বৈধ। পক্ষান্তরে আহ্বানের মাধ্যমে হলে মাকরূহ।

প্রকাশ থাকে যে, **تَدَاعِىْ** এর অর্থ নিয়ে ওলামায়ে কিরামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন কোন কোন আলেমের দৃষ্টিতে **تَدَاعِىْ** শব্দের অর্থ হচ্ছে একে অপরকে ডাকা, জমায়েত বা একত্রিত করা এবং ফরয নামাযের ন্যায় অধিক লোক সমাগমের বন্দোবস্ত করা বা চেষ্টা করা।

অপর দিকে হযরত ইমাম নছফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ অনেকের মতে, **تَدَاعِىْ** শব্দের অর্থ **تَحْدِيْد** তথা এক বা দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন।

কাফী কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে, যে কোন প্রকার আহ্বান ও ডাকা ব্যতিরেকে ইমামের সাথে এক অথবা দু'জন মিলে নফল নামায জামা'আত সহকারে আদায় করা ঐকমত্যের ভিত্তিতে জায়েয। আর তিনজনের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, তিন কিংবা চারজন মুক্তাদী হওয়াটা **تَدَاعِىْ** ।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি অধম (লিখক) এ ব্যাপারে প্রথমে কয়েকটি বাক্য উপস্থাপন করছি। যাতে মূল মাসআলা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়। যদিও আমার তাহ্কীক বা ব্যাখ্যা-বিশে- ষণ কারো মনপূত হোক কিংবা না হোক।

প্রকাশ থাকে যে, কোন সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব দ্বারা লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদরের নামায কত রাকাত পড়তে হবে তার নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নিয়ে জামাআত শুওট্ট করার কথা উল্লেখ নেই বরঞ্চ যত রাকাত পড়ার ইচ্ছে তত রাকাতই পড়বে। সারা বৎসরে রাত্রের নামায কেবলমাত্র মাহে রমযান শরীফেই আছে। হ্যাঁ! তবে ঐ পাঁচটি গুওট্টত্বপূর্ণ ও ফযিলতময় রাত্রে অধিকহারে নফল নামায আদায় করা সর্ব-সাধারণের জন্য বর্ণিত আছে।

বিশেষতঃ যারা পুরো বৎসরই রাত্রে নফল নামায পড়া থেকে অমনোযোগী তাদের জন্য ঐ পাঁচটি রাত্রের নফল নামায অতীব ফযিলতপূর্ণ ও বরকতময়। এ সমস্ত রাত্রের নাম উচ্চারণ না করে কেবলমাত্র স্বাভাবিকভাবে নফল নামায আদায় করাটাই প্রমাণিত আছে। ধুম-ধাম ও জাঁক-জমকপূর্ণ ইত্যাদি এ সমস্ত রাত্রে নফল ইবাদতের বিশেষ ব্যবস্থা করা পূর্ববর্তী মহানুভব ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং দ্বীন ধর্মের পূর্ণ্যাত্মা মহামনীষীগণ কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে বিশদভাবে বর্ণনা রয়েছে।

সাধারণ মানুষেরা যখন এ সবের অভ্যস্ত হতে লাগল ঠিক তখনই ওলামায়ে কেরামগণ এ সমস্ত বরকত ও ফযিলতপূর্ণ রাতসমূহের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করা জায়েয না-জায়েয এ মাসআলার তাহ্কীক তথা ব্যাখ্যা-বিশে- ষণ শুওট্ট করেন এবং সাথে সাথে এ সমস্ত পূণ্যবান রাত্রে নামায কত রাকাত আদায় করতে হবে, আর তাতে তেলাওয়াতে কোরআন, যিকির-আযকার ইত্যাদি আদায় করার ব্যাপারে কোন দলিল প্রমাণাদি আছে কি-না তা নিয়ে প্রাণান্তক চেষ্টা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা এ সমস্ত বরকতময় রাত্রে নফল নামায জামা'আতে আদায় করা, উচ্চস্বরে হালকা করা, যিকির-আযকার ও দো'আ মাহফিল ইত্যাদি করার প্রতি ধাবিত হন। অপরদিকে কেহ কেহ এ সমস্ত রাত্রে একাকীভাবে নামায পড়া, যিকির-আযকার ও দো'আ প্রার্থনা করার পক্ষপাতি।

এ সকল মত পার্থক্যের কারণেই ইসলামী বিশ্বে অনেকেই উক্ত পূণ্যময় রাতসমূহে স্বতন্ত্র ও একাকীভাবে নফল নামায আদায় করেন। আবার অনেকে যৌথভাবে জামা'আত সহকারে আদায় করেন।

যেমন- "**رحلة ابن جبير**" কিতাবে বর্ণিত আছে–

وهذه الليلة المباركة اعنى ليلة النصف من شعبان عند اهل مكة معظمة للاثر الكريم الوارد فيها . فهم يبادرون فيها الى اعمال البر من العمرة والطواف والصلوة افرادا وجماعة . و جعل الناس يصلون فيها جماعات جماعات ويقر أون فيها بفاتحة الكتاب و بقل هو الله احد عشر مرَّاتٍ فى كل ركعةٍ الى ان يُكَمِّلوا خمسين تسليمةً بمائة ركعةٍ قد قامت كلُّ جماعةٍ امامًا .

সারকথা হলো, এই শবে বরাতের রাত্রে মক্কা শরীফের অধিবাসীরা নেক কাজ তথা ওমরা, তাওয়াফ ও নামায ইত্যাদি ভাল ও পূণ্যময় আমল আদায়ে

তৎপর ও আগ্রহী ছিলেন। নামায একাকীও আদায় করতেন, আবার জামা'আত সহকারেও।

অন্যান্যরা এ রাত্রে নফল নামায পৃথক পৃথক জামা'আত সহকারে একশত রাকাত পর্যন্ত আদায় করতেন। প্রতিটি জামা'আতের জন্য আলাদা আলাদা ইমামও হতেন।

বর্তমানেও ইসলামী বিশ্বে তাহাজ্জুদের নামায, সালাতুত্-তাস্বীহ, সালাতুর রাগায়েব, শবে বরাত ও শবে ক্বদর ইত্যাদি নফল নামাযসমূহ অনেক স্থানে জামা'আত সহকারে আদায় করার নিয়ম ও রীতি-নীতি প্রচলিত আছে।

সমস্ত ওলামা একথার উপর একমত যে, সর্বসাধারণের বেলায় উক্ত পূণ্যময় রাত্রের নফল নামায **بِلَا تَدَاعِى** তথা আহ্বান ব্যতিরেকে জামা'আত সহকারে আদায় করা জায়েয ও বৈধ; শুধু তা নয় আহ্বান ব্যাতিরেকে সাধারণ নফল নামাযও জামা'আত সহকারে আদায় করার ব্যাপারে আলেম-ওলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ও মতবিরোধ নেই।

تداعى তথা আহ্বানের মাধ্যমে নফল নামায আদায় করা এজন্য মাকরূহ, তা যেন ফরয নামাযের সাথে সাদৃশ্য হয়ে না যায়। কেননা ফরয নামাযে জামা'আতের জন্য আহ্বান করা হয়। নফল নামাযে আহ্বান নাই। এ পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক মাযহাবের ওলামায়ে কেরামদের মতে **بلا تَدَاعِى** তথা আহ্বান ব্যতিরেকে নফল নামায জামা'আত সহকারে আদায় করা জায়েয।

আর এ সমস্ত নামায রাত্রেই হয়ে থাকে। রাতের নামাযসমূহে কেরাত উচ্চস্বরে পড়তে হয়। অতএব এ সমস্ত নফল নামায সমূহের জামা'আতে কেরাত উচ্চস্বরেই হবে।

শবে বরাত ও শবে ক্বদরের নামে নামায আদায় করা রুযুরে করীম সাল্লাল্লারু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমাণিত নেই, ফলে ওলামায়ে কেরাম ও পরবর্তী সুফিয়ায়ে কেরামগণ ইহাকে **بدعت مستحبه** তথা পছন্দনীয় বিদ্আত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

تداعى এর অর্থ ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। **تَدَاعِى** এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা। ফকীহ্, সুফিয়ায়ে কেরাম ও ওলামায়ে মুহাক্কিকীনদের পরিভাষায় ভিন্নতর মত পার্থক্য বিদ্যমান।

কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামাদের দৃষ্টিতে **تَدَاعِى** এর অর্থ হচ্ছে, দু'য়ের অধিক মুক্তাদী একত্রিত হওয়া বা জমায়েত হওয়া। যেমন- শামসুল আয়িম্যাহ হযরত আল্লামা হাল্ওয়ানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দৃষ্টিতে **تَدَاعِى** এর অর্থ হচ্ছে- একে অপরকে আহ্বান করা, একত্রিত করা এবং ফরয নামাযের ন্যায় জমাতে অধিক লোকের সমাগমের ব্যবস্থা করা। আল্লামা হাল্ওয়ানী ও ইমাম নছফী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা উভয়েই নফল নামাযের জন্য একজন বা দু'জনের কথা নির্ধারণ করেছেন। আহ্বান বা ডাকা-খোঁজা ব্যতিরেকে ইমামের সাথে দু'জন মুক্তাদী হওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয।

আবার অনেক ওলামাদের মতে **تَدَاعِى** এর অর্থ হচ্ছে, আযান ও ইকামত। যেমন- হযরত ইমাম সদওউশ্ শহীদ ও আল্লামা ছদর ইবনে রশীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহ ইত্যাদি আলিমগণেরও একই অভিমত।

অর্থাৎ- ফরয নামাযের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আযান ও ইকামতের মাধ্যমে লোক সমাগমের ব্যবস্থা করা হয়, নফলের ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। হ্যাঁ! যদি দু'একজন লোক নিয়ে নফল নামাযের জামাত আরম্ভ হওয়ার পরক্ষণে হাজারো লোক জামাতে শরীক হওয়াতে দোষণীয় হওয়ার কিছু নয়। তবে ইমাম সাহেব ফরয নামাযের ইমামতির জন্য যে স্থানে ছিল নফল নামাযের ক্ষেত্রে সে অবস্থান পরিবর্তন করা বাঞ্চনীয়।

শামসুল আয়িম্যাহ হাল্ওয়ানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উদ্ধৃত অংশটি নিম্নে দেওয়া হলো- **اذا اقتدى ثلثة بواحدٍ اختلف فيه**

অর্থাৎ তিনজন মুক্তাদী ইমামের সাথে হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। যদিওবা মূলত জামাত **ما فوق الواحد** তথা একের অধিককে বলা হয়।

জামেউল উসূল ও খুলাছা ইত্যাদি কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে–

اِنَّ التَّطوَّعَ بالجماعةِ إذا كان على سبيل التداعى يكرهُ .

হযরত ইমাম সদওউশ্ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি **اصل** নামক কিতাবে এরশাদ করেছেন–

أمَّا إذا صلّوا بجماعة بغير اذان واقامةٍ فى ناحيةِ المسجد لا يكره . وعن محمد اذا اذَّنوا واقاموا لا على وجهِ التداعى خفيةً فلا بأس به .

গ্রহণযোগ্য দলিল হচ্ছে– এ সমস্ত রাত্রে ইবাদতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কেরাম হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তারা এ সমস্ত নফল নামাযসমূহ আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে জামাত সহকারে আদায় করেছেন।

এখন এ সমস্ত বুযূর্গানে দ্বীনের অনুসারীরাও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁদেরই অনুসরণ করে থাকেন।

অতএব এ মাসআলাটি যেহেতু বুযুর্গানে দ্বীনের উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সেই আদায় করা হয়। এতে হানাফী-শাফেয়ী ইত্যাদি মাযহাবের দৃষ্টিকোণ হিসেবে আদায় করা হয় না। যখন ইহা **مشرب** রূহানী খোরাক তথা বুযুর্গানে কেরামদের ব্যাপার, কাজেই এতে মাযহাবের আনুগত্য কিভাবে হবে?

বুযুর্গানে কেরামদের জন্য মাযহাবের ফতোয়া তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন মাযহাবের সমস্ত অনুসারীরা একই বুযুর্গের বিশ্বাসী তথা দলভূক্ত হবে এবং একই বুযুর্গের অনুসারীরা প্রত্যেকেই একই মাযহাব মান্যকারী হওয়া আবশ্যক। এ জন্যই হযরত গাউছে পাক রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি রচিত "গুনিয়াতুত্ তালেবীন" এবং হযরত ইমাম গজ্জালী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি রচিত "ইহ্ইয়াউল্ উলূম" ইত্যাদি কিতাবসমূহকে রেফারেন্স ও দলিল হিসেবে এই ব্যাপারে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য যে, প্রথম যুগ ছিল সাহাবায়ে কেরামদের যুগ, এরপর ফোক্হায়ে কেরাম ও ইমাম মুজতাহীদগণের যুগ। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুফি-দরবেশ ও বুযুর্গানে কিরামদের যুগ। আর বর্তমান যুগ হলো ফিৎনা-ফাসাদ, গৌরব-অহংকার, ভোগ-বিলাস ও আজে-বাজে গল্প-গুজব ইত্যাদি করে সময় অতিবাহিত করার যুগ। এমনি অবস্থায় কারো কি গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে? বর্তমান সময়ের লোকেরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনযোগী হয়ে বিভিন্ন বাহানা ও চল-চাতুরীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ সমস্ত ফযিলত ও বরকতময় রাত্রিসমূহে দো'আ মাহফিল করা, জিকির-আযকার ও নফল ইবাদতের বন্দোবস্ত করা এসব কিছুই বুযুর্গানে দ্বীনদের আবিষ্কৃত রীতি ও নিয়ম। যা আমরা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা ছাড়াই গ্রহণ করে এর উপর আমল করে আসছি। তবে খেয়াল রাখতে হবে- এ সমস্ত আহ্বান করাটা শুধুমাত্র নফল নামায পড়ার জন্য যেন না হয়। কেননা ফরয ও অন্যান্য নফল নামাযের মধ্যে অবশ্যই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য থাকতে হবে।

এ রাত্রে এশারের ফরয নামায আদায় করার লক্ষ্যে সকলই একত্রিত হবে, কিন্তু নফল নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে নয়। তবে এশার নামায আদায় করার পর নফল নামায আদায় করাতে কোন আপত্তি নেই। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাদ্বিআল্লারু আনরু থেকে হযরত ইমাম মালেক রাদ্বিআল্লারু আনরু বর্ণনা করেন–

من شهِدَ العشاءَ فِىْ لَيْلَةَ القَدْرِ فَقَدْ اَخَذَ بِحَظه□ مِـنْـهَا .

অর্থাৎ- ‘যে ব্যক্তি পবিত্র লাইলাতুল ক্বদরে এশার নামায জামাত সহকারে আদায় করে তার জন্য পবিত্র লাইলাতুল ক্বদরের ফয়েয-বরকত ও আল্লাহর কওট্টণা মহিমা সুরক্ষিত থাকবে।’ অর্থাৎ তার আমলনামায় সেই রাত্রের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। কাজেই শবে ক্বদরের রাত্রে এশার নামাযকে বাদ দিয়ে যদি কেউ সারা রাত্রই নফল নামায ও জিকির-আযকার ইত্যাদিতে অতিবাহিত করে তাতে কোন ফল পাওয়া যাবেনা। কেননা এশার নামাযকে অবশ্যই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রে এশার নামায জামাত সহকারে আদায় করেন তাহলে তার আমলনামায় পুরো রাত্রে ইবাদত বন্দেগী করার সাওয়াব ও পূণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে।

এ দিকেই খেয়াল রেখে মানুষ যদি অধিক সাওয়াব ও বরকত লাভের আশায় এশার নামায জামাত সহকারে আদায় করে এবং এরকম পূণ্য ও বরকতময় কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করাও জায়েয ও বৈধ। এশার নামায আদায় করার পর কাউকে ডাকা ও আহ্বান না করে ফরয নামাযের নিয়ম-কানুন পরিহার (আযান ও ইক্বামত) করে শবে বরাত ও শবে ক্বদরের নফল নামাযসমূহ যদি জামাত সহকারে আদায় করে তাতে কোন প্রকার মাক্রূহের অবকাশ নাই।

ফরয ইবাদতে ডাকা-খোঁজা করে লোক জমায়েত ও সমাগম করা আবশ্যক। কিন্তু নফল ইত্যাদি ইবাদতের বেলায় সে রকম বন্দোবস্ত করা ফোক্হায়ে কেরামদের দৃষ্টিতে মাক্রূহ। তবে সুফিয়ায়ে কেরামগণ নফল ইবাদতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। বুযুর্গানে দ্বীনদের সাথে সম্পর্ককারী ফোক্হায়ে মুতাআখ্খেরীন (পরবর্তী ফকীহ্গণ) ও ঠিক অনুরূপ মতপোষণ করে নফল ইবাদত ইত্যাদির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অসুবিধার কিছু নাই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ এ জন্যেই তারা ডাকা-খোঁজা করে এ সমস্ত রাতসমূহে দো‘আ মাহফিল, যিকির-আযকার, মিলাদ-কিয়াম ইত্যাদি নফল ইবাদতের আয়োজন করার পক্ষপাতি।

জেনে রাখা আবশ্যক, যে সমস্ত নফল ইবাদত ফরয ইবাদত বা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, সে সমস্ত নফল ইবাদতের ব্যবস্থা করাতে অসুবিধার কিছু নেই।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ সুফিয়ায়ে কেরামদের নিয়ম-কানুন ও মতামতের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন এ মাসআলা সম্পর্কে ওলামায়ে মুহাক্কিকীনদের মতামত নিম্নে পেশ করছি–

কিছু সংখ্যক ওলামায়ে মুহাক্কিকীনদের মতে, এ সমস্ত নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ। কেননা সাধারণ মানুষ যেন এ সমস্ত নামায সমূহকে ফরয কিংবা ফরযের চেয়েও অধিক গুওট্টত্বপূর্ণ ইবাদত মনে না করে এবং তা ফরয নামাযের সাদৃশ্য না হয়। ফরয ইবাদতের জন্য যেমনিভাবে প্রত্যেহ প্রতি ওয়াক্তে ডাকা-খোঁজা করে জামাতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনিভাবে নফল নামায জামাতে আদায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা করা মাকরূহ বলেছেন।

আবার অনেক মুহাক্কিক আলেমগণ বর্ণনা করেছেন প্রত্যেক ইবাদত মূলতঃ ফরয হোক কিংবা নফল হোক জামাত সহকারে আদায় করা বাঞ্চনীয়। হ্যাঁ! তবে এ জমায়েতের ব্যবস্থা করা প্রত্যেকের বেলায় দুষ্কর ও কষ্টদায়ক হবে। কাজেই ফরয নামাযের জন্য জমায়েতের ব্যবস্থা বহাল রয়েছে, আর নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে তা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেন সাধারণ মানুষদের জন্য তাতে কষ্টকর ও অসুবিধা না হয়। **اِنَّ الدِّيْنَ يُسرٌ ولا عُسرٌ**

হযরাত ফোক্হায়ে কেরামগণ লোকদের অবস্থার দিকে খেয়াল করে এ সমস্ত নফল নামায জামাতে আদায় করার ব্যবস্থা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তা আদায়ের নিয়ম-কানুন নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর যারা একেবারেই অজ্ঞ মূর্খ ও জ্ঞান-কাওট্টহীন মানুষ তাদেরকে এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ কোন চাপ সৃষ্টি না করে আপন গতিতে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তারা যেন এ সমস্ত ইবাদত করা থেকে একগুঁয়েমী ও গাফেল হয়ে ফিরে না যায়।

এ সমস্ত কায়েদা ও দলিলাদির দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ ফোক্হায়ে মুতাআখ্খেরীনদের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এ ব্যাপারে অধমের লিখিত কিতাব "আল্-ক্বাওলুল হক" গবেষণা করার জন্য অনুরোধ রইল।

নিম্নে উভয় পক্ষের দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হল–

عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ التَّطَوُّعُ بِجَمَاعةٍ انَّما يكره اذا كان عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَاعِىْ امّا لو اقتدى واحد بواحد او اثنان بواحد لا يكره وان اقتدى ثَلٰثةٌ بواحد اختلف فيه وان اقتدى اربعة بواحدٍ كرهَ اتفاقًا۔

অর্থাৎ- দু'জন মুকতাদী হওয়া অবস্থায় মাকরূহ নয়। তিনজনের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। আর চারজন মুকতাদীর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। (শরহে ইলিয়াছ)

وعللُ الكراهةِ بانَّ صلوةَ التَّطوُّعِ نفل من جملة حتى وجبت القرأة فى جميعها ويؤدى بغير اذان واقامة . انَ النفلَ بالجماعة غير مستحبٍ لانه لم تفعلِ الصَّحابة فى غير رمضان وهو كالصريح كراهة انها تنزيهة .

অর্থাৎ- নফল নামায জামাতে পড়া গায়রে মুস্তাহাব (মুবাহ)। আর রমযান শরীফ ছাড়া অন্য মাসের জন্য মাকরূহে তান্যিহী। ফরয নামাযের ন্যায় নফল নামায সর্বদা জামাত সহকারে আদায় করা না-জায়েয ও মাকরূহ।

প্রকাশ থাকে যে, **تَدَاعِىْ** এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

اى بالاذان والاقامة على سبيل الجماعة الكثيرة وامّا اذا صلوا بالجماعة فى ناحية المسجد بغير اذان وإقامة فلا يكره .

নফল নামায জামাতে আদায় করা জায়েযের পক্ষের হযরাত ওলামায়ে কেরামগণ নিম্নে বর্ণিত পবিত্র আয়াতে করিমাটি তাদের দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতটি এই– **وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** তাদের মতে উক্ত আয়াতে কারিমাটি নফল নামায জামাতে আদায় করা জায়েয ও বৈধ হওয়ার **(اطلاق)** প্রমাণ স্বরূপ। কেননা **استعينوا** বরুবচনের শব্দটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দলিল বিশেষ।

واطلاق النصوص حجَّة لا يجوز نسخه بخبر الواحدِ والقياس .

অর্থাৎ- নস-এর প্রয়োগ দলিল বিশেষ, তা কোন অবস্থাতেই খবরে ওয়াহেদ ও কিয়াস দ্বারা না-জায়েয সাব্যস্ত হবেনা। নফল নামায নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লোক নিয়ে (লোকের সংখ্যা স্বল্প কিংবা অধিক হোক) জামাতে আদায় করার ব্যাপারে শরীয়তের কোন বাধ্যবাধকতা ও বাঁধা-বিগ্নতা ছাড়াই জায়েয। আর উপরোক্ত আয়াতে কারিমাটি জায়েযের ক্ষেত্রে দলিল স্বরূপ। অতএব জামাতে নফল নামায আদায় করাতে অসুবিধার কিছুই নেই, বরং উক্ত আয়াতটি বৈধতার উপরই ইঙ্গিত বহন করে।

যদিওবা মাকরূহ মেনেই নেওয়া হয়, তাহলে মাকরূহ বলতে মাকরূহে তানযিহী উদ্দেশ্য। "ফতোয়ায়ে শামীতে" উল্লেখ আছে–

وهو كالصريح فى انها كراهة تنزيهة .

অনুরূপ 'মিনহাতুল খালেক' গ্রন্থে বর্ণিত আছে– **وان الكراهة كراهة تنزيهة** ফকীহ-ই আ'যম আল্লামা নুওউল্লাহ আলাইহির রাহমাহ্ ফরমায়েছেন–

নফল নামায জামাতে আদায় করা সহীহ ও দুরস্ত আছে। ইহাই হচ্ছে মুহাক্কিক ইমামগণের রায় ও অভিমত। অপর দিকে আল্লামা শামী আলাইহির রাহমাহ্ নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহে তান্যিহী বলেছেন। ইহা মুহাক্কিক ইমামদের মতামত ও রায়ের উপর প্রতিবন্ধকতা হয়নি, কেননা মাকরূহে তানযিহী বলতে হারাম নয় বরং হারামের মোকাবেল বা বিপরীতে জায়েযই হয়ে থাকে, তা নাহলে মোকাবেল বা বিপরীত বুঝা যাবেনা।

আর যদি লাগাতার বা সর্বদা ফরয নামাযের ন্যায় নফল নামায জামাতে আদায় না করে কেবলমাত্র লাইলাতুল ক্বদর, লাইলাতুল বরাত ইত্যাদি রাত্রিতে নফল নামায জামাতে আদায় করে, তাহলে মাকরূহে তানযিহীর অবকাশও রাখে না। হযরত আল্লামা গোলাম আলী উকাড়বী সাহেব তাঁর লিখিত উসূলে তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, নফল নামায জামাত সহকারে **تداعی** তথা ডাকা-খোঁজার মাধ্যমে আদায় করা মাকরূহে তান্যিহী, হারাম নয় কিংবা গুনাহ ও দোষেরও কিছু নয়।

তাফসীর ও হাদীসের কিতাবসমুহের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ ও পর্যালোচনা করলে নফল নামায জামাতে আদায় করার পক্ষে অসংখ্য দলিল প্রমাণাদি পাওয়া যাবে।

তেমনিভাবে হযরাত ফোক্হায়ে কেরামগণের বর্ণনা ও ফতোয়ার মধ্যেও নফল নামায জামাতে আদায় করার প্রমাণ রয়েছে। ইহা ছাড়াও হযরত ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সাহেবাঈন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহ প্রমূখ ফকিহগণ থেকে নফল নামায জামাতে আদায় করার ব্যাপারে না-জায়েযের উপর কোন দলিল প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি।

হ্যাঁ! তবে কিছু সংখ্যক ফোকাহায়ে মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী ফকীহ্গণ কেবলমাত্র দু'জন কিংবা তিনজনের অধিক মুকতাদী হওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক মাসআলার রুকুম, নিয়ম-কানুন, সুশৃঙ্খল ও শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

অধিক মুকতাদী হওয়া মাকরূহর কারণ হচ্ছে, সর্বদা ও স্থায়ীভাবে নফল নামায জামাতে আদায় করাটা ফরয নামাযের সাদৃশ্য যেন না হয়। তাঁরা এ জন্যই নফল নামায জামাতে পড়াটা মাকরূহ বলেছেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন

কারণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা। যেমন আল্লামা রমলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন।

উক্ত বর্ণনা থেকেও নফল নামায জামাত সহকারে পড়ার প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে।

দেখুন, যদি মেনে নেওয়া হয়, ফরয নামায ব্যতীত নফল নামায জামাতে আদায় করা জায়েয নেই। অথচ তারাবীহ, বিতির ইত্যাদি নামাযসমূহ রমযান মাসে জামাত সহকারে আদায় করা জায়েয। যদি বলেন, ইহা **نص** তথা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য নফল নামায যেমন লাইলাতুর রাগায়েব, লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুল বরাত ইত্যাদি নামাযসমূহ জামাতে পড়ার প্রমাণ নাই।

তার উত্তরে অধম তাঁদের খেদমতে আবেদন করছি- যে সমস্ত ফকীহগণ উক্ত নামাযগুলো জামাতে আদায় করা মাকরূহ বলেছেন তারা দুই অথবা তিনজনের অধিক মুকতাদী হওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

مطلق তথা একচ্ছত্র ও সম্পূর্ণ জামাতকে নয়। জমাত বলতে শুধুমাত্র **مَا فَوْقَ الْوَاحِد** তথা একের অধিককেই বলা হয়ে থাকে।

অতএব, এখন ফকীহগণের বর্ণনা মতে নফল নামায জামাতে পড়া জায়েয সাব্যস্ত হয়ে গেল। যে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা নফল নামায জামাতে না পড়ার দলিল পেশ করেছিলেন তা রহিত হয়ে গেল। কেননা ফোক্হায়ে কেরাম নফল নামায জামাতে আদায় করার পক্ষপাতি, তাদের মধ্যে জামাত নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই। বরং পার্থক্য শুধু মুকতাদির সংখ্যা নিয়ে। মূলত জামাতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

দুঃখের বিষয়- আমাদের অনেক আলেমগণ ফকীহগণের উদ্ধৃতি দিয়ে **مطلق** বা মূলতঃ জামাতকে না-জায়েয বলে থাকেন। অথচ ইমামগণ নফল নামাযের জামাত নিয়ে কোন মতবিরোধ করেন নি। শুধুমাত্র **تحديد** বা মুকতাদির সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। যাকে **تداعى** বলা হয়েছে।

تشبه بالفرائض فى الجماعة دوامًا

ফরয নামায জামাতে আদায় করা ওয়াজিব। ইহা বিনা কারণে ছেড়ে দেওয়া বা তরক করা ফাসেক। আর ফরয নামায জামাতে আদায়ের যে ব্যবস্থা আছে, যেমন- আযান-ইক্বামত ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ইহা তরক ও পরিহার করাতে শাস্তি রয়েছে। ফরয নামায সর্বদা জমাতে আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং তা

আদায়ও করতে হবে। অতএব ফরয জামাতের **هئيت** তথা আযান-ইক্বামতসহ ফরয নামাযের যাবতীয় নিয়মাবলী বাদ দিয়ে নফল নামায জামাতে আদায় করার পিছনে অসুবিধা ও দোষের কী থাকতে পারে?

নফল নামায জামাতে আদায় করাতে ফরয নামাযের সাদৃশ্যের যে ভয় রয়েছে, এখানে তা নেই। ফরয নামাযের যে রুকুম ও নিয়মাবলী রয়েছে নফল নামাযের ক্ষেত্রে এর সাদৃশ্য হওয়াটা না-জায়েয। হ্যাঁ! তবে ফরয নামাযের এ সমস্ত রুকুম ও নিয়মাবলী ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হওয়াটা দোষণীয় নয় বরং জায়েয। **كما لا يخفى على العلماء الماهرينَ**

এখন অবশিষ্ট রয়েছে দুই কিংবা তিনের অধিক মুকতাদী হওয়া মাকরূহ বিষয়ে। এ রুকুম ও নিয়মটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অনুপযুক্ত প্রশ্ন তথা **اعتراض**ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জামাত **مَا فَوْقَ الْوَاحِد** তথা একের অধিককে বলা হয়ে থাকে। তাহলে জামাতে কেউ শরীক হবে আর কেউ শরীক হতে পারবে না, এমনটি হলে জামাতের তা'রিফ ও সংজ্ঞার সত্যতা অবশিষ্ট থাকবেনা। জামাত হতে হলে সকলের শরীক ও অংশগ্রহণের অনুমতি থাকতে হবে। যদি বাদ পড়তে হয় সকলকেই বাদ পড়তে হবে, আর শরীক হতে হলে সকলের শরীক হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে **جماعت** ও **عدم جماعت** অর্থাৎ জামাত জায়েয হওয়া ও না হওয়ার উদ্দেশ্য ও মূলকথা।

কেউ জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে আর কেউ পারবেনা- তা কোন ধরণের দলিল বা **نص** (নস)? যার দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হবে। মাকরূহ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দলিল প্রমাণাদির প্রয়োজনও আবশ্যক। ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, **اِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيْلٍ خَاصٍ** অর্থাৎ- মাকরূহ প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট দলিলের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ফোক্হায়ে উসূলীন তথা উসুলবিদের ফয়সালা ও রায়ই গ্রহণযোগ্য। তাদের মতে, দুই একজনের অন্তর্ভূক্তি যেমনিভাবে দুরস্ত ও বৈধ, তেমনিভাবে অধিক ব্যক্তির অন্তর্ভূক্তিও দুরস্ত ও জায়েয। তবে ফরয জামাতের সাদৃশ্য না হওয়া এবং ইহার রুকুম ও নিয়মাবলীর সাথে যেন না মিলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

যে সকল ফকীহগণ মাকরূহ হিসেবে দলিল উপস্থাপন করেছেন, তাঁরা মূলতঃ 'মুখতাছাওট্টল কুদুরী' থেকে দলিল সংকলন করেছেন। দলিল হচ্ছে- কেবলমাত্র একজন ফকীহর কিন্তু বর্ণনা ও উপস্থাপনকারী হচ্ছেন অনেক।

'দস্তুওট্টল কুযাত' নামক গ্রন্থের প্রণেতা হযরত ইমাম হায়দার ইবনে রশীদ ইবনে ছদওট্টত্ তিবরীযি রাহমাতুল্লাহি আলাই 'তাজ্নীছুল নাওয়াযেল' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন–

ان كان الرجل قاريًا فاحب إلّى ان يصلِّى التَّطوَّعَ وحده وان صلَّى بجماعة فحسن .

অর্থাৎ- 'এক ব্যক্তি এককভাবে নফল নামায আদায় করাকে পছন্দ করেছে অথচ তার জন্য এককভাবে না পড়ে জামাত সহকারে আদায় করাটাই উত্তম ছিল।'

'কাফী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

ويكره صلوة التطوع بجماعة، قيل معناه يكره اعتياد فعلها فى الجماعة .

অর্থাৎ- 'নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ সমস্ত নফল নামায নিয়মিত ও লাগাতারভাবে ফরয নামাযের মতো জামাতে পড়া মাকরূহ। অন্যথায় মুবাহ্ বা শরীয়ত অনুমোদিত।

واستدعاء الناسُ الى فعلِها جماعة আর এ সমস্ত নফল জামাতে শরীক হওয়ার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করা তথা উদ্বুদ্ধ করা মাকরূহ।

فاما اذا اقتدىٰ بمتنفلٍ يجوز স্বভাবতই আহ্বান ব্যতীরেকে নফল নামায আদায়কারীর সাথে ইকতিদা করা বা শরীক হওয়া জায়েয।

لان ابن عباس رضى الله عنهما اقتدى برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى تطوّعه بالليل وهذا هو الاصحُّ . فانه عليه السلام قال لابى ذر اِجعل صلوتك معهم سبحة اى نافلة .

সবচেয়ে বেশী সহীহ্ ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত মতে প্রখ্যাত সাহাবী রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লারু তাআলা আনরুমা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লারু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রাত্রে নফল নামাযে ইকতিদা করেছেন। আর এ বর্ণনাটি হচ্ছে বিশুদ্ধ এবং আরো রেওয়ায়েতে আছে যা হাদীসে কাওলী তথা রাসূলের বাণী দ্বারা পরিষ্কারভাবে হযরত আবু জর গেফারী রাদ্বিআল্লারু তাআলা আনরুকে সম্বোধন করে রুযুর সাল্লাল্লারু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- হে আবু জর! তুমি অপরের সাথে শরীক হয়ে নফল নামায আদায় কর। অর্থাৎ তুমি জামাতে নফল নামায আদায় কর।

অতএব, এখানে হাদীসে কাওলী ও ফে'লী তথা রাসূল সাল্লাল্লারু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বাণী ও কর্মদ্বারা নফল নামায জামাতে আদায় করা **منصوصى مسئلة** দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ইজতিহাদ ও গবেষণা করার অবকাশ নেই। কারণ **نص** বা হাদীস এর মোকাবেলায় ইজতিহাদের গ্রহণযোগ্যতা হতে পারেনা। **نص** বা হাদীসকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

আবার **تداعى** এর অর্থ আযান ও ইক্বামত হওয়াটা ফকীহগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই আযান ও ইক্বামত ব্যতীরেকে নফল নামায আদায়ের লক্ষে জামাতে শরীক হওয়াটা দোষণীয় নয় বরং মুবাহ্ ও মুসতাহ্সান।

'জামেউল উসূল' গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে–

ان التطوَّعَ بالجماعة اذا كان على سبيل التداعى يكره .

অর্থাৎ- নফল নামায **تداعى** এর সাথে জামাতে আদায় করা মাকরূহ।

وكذا فى الاصل للصدر الشهيد امَّا اذا صلوا بجماعة بغير اذان و اقامة فى ناحية المسجد لايكره .

অর্থাৎ- হযরত ইমাম সদ্ওউশ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত **أصل** কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছেন– আযান ও ইক্বামত ব্যতীরেকে মসজিদের এক প্রান্তে ফরয জামাতের নিয়ম-কানুন ও সাদৃশ্য ভঙ্গ করে নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ ও দোষণীয় নয় বরং জায়েয। কেননা আযান ও ইক্বামত ব্যতীত নফল নামায জামাতে আদায় করা রাসূল সাল্লাল্লারু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস তথা **نص** (নস) দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইমাম সদওউশ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণিত মতন বা মূল ইবরাত দ্বারাও জানা যায় যে, এতে মুসল্লির সংখ্যা স্বল্প কিংবা অধিক উভয় অবস্থাতেই জায়েয। তবে ফরয জামাতের নিয়ম-কানুন ও রুকুম-আহ্কামের সাদৃশ্য না হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ- আযান ও ইক্বামত।

'ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে' বর্ণিত আছে–

أمَّا اذا صَلُّوْا بجماعة بغير أذان وإقامة فى ناحية المسجد لايكره .

অর্থাৎ- আযান ও ইক্বামত ব্যতিরেকে মসজিদের এক প্রান্তে নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ নয় বরং জায়েয ও বৈধ। আর যদি **تداعى** গোপনীয় বা অন্তরালে হয়ে থাকে তাতেও অসুবিধার কিছু নাই। নফল নামায জামাতে পড়া কোন ফকীহর দৃষ্টিতে মাকরূহ নয়, তবে **تداعى** কে মাকরূহ

বলেছেন, জামাতকে নয়। হাদীসে নববী সাল্লাল্লারু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফকীহগণের বর্ণনা থেকে ইহা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সম্মিলিত ও সমন্বিতভাবে ইবাদত করা সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম বলে প্রতীয়মান।

প্রকাশ থাকে যে, **تداعى** এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে কোন কোন ফকীহগণ তিনজনের অধিক মুকতাদী জমায়েত হওয়াকে বুঝিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহগণ **تداعى** বলতে আযান ও ইক্বামতকে বুঝিয়েছেন। আর ইহাই হচ্ছে **تداعى** এর মূলভাব। যেমন- অভিধানের মধ্যে **تداعى** শব্দের অর্থ ডাকা ও আহ্বান করা।

এক কথায়, যে কোন অবস্থাতে নফল নামায জামাতে আদায় করা জায়েয। এমনকি বিতির নামায নফল হওয়ার কারণে রমযান শরীফ ছাড়াও জামাতে আদায় করা জায়েয বলা হয়েছে।

كما ذكره فى النوازل أن الاقتداءَ فى الوتر بالإمام خارج رمضان جائز . بان الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراة فى جميعها ويؤدّى بغير أذان واقامة .

রমযান মাস ব্যতিরেকেও অন্য সময়ে বিতির নামায জামাতে আদায় করা জায়েয। কেননা বিতির নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। বিতির নামাযের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া হয়। আর বিতির নামায আযান ইক্বামত ছাড়াই হয়। ফরয জামাতে যে বন্দোবস্ত আছে অর্থাৎ আযান ও ইকামতের ব্যবস্থা করা, পক্ষান্তরে তা বিতির নামাযে নাই।

النفل بالجماعة غير مستحبّ لانه لم تفعل الصحابة فى غير رمضان وهو كالصريح كراهة فى أنها تنزيهة .

অর্থাৎ- নফল নামায জামাতে আদায় করা মুবাহ তথা গায়রে মুস্তাহাব।

এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে রমযান শরীফ ব্যতিত অন্য সময় পাওয়া যায়নি। কাজেই তা মাকরূহ। তবে মাকরূহ বলতে মাকরূহে তানযিহী উদ্দেশ্য।

المسور بن محزمة قال دفنا ابابكرٍ ليلًا فقال عمر انى لم اوتر فقام وصفنا وراه فصلى بنا ثلث ركعاتٍ لم يسلم الا فى آخر هن .

অর্থাৎ- হযরত মনসুর ইবনে মুখযিমা (রা.) এরশাদ করছেন যে, খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত সৈয়্যদুনা আবুবকর সিদ্দীক (রা.) এর ওফাত শরীফের পর তাকে আমরা রাত্রে দাফন করেছিলাম। দাফন কার্য সম্পাদনের পর আমিওউল মু'মিনীন হযরত ওমর ফাওউক (রা.) এরশাদ করলেন, আমি বিতির নামায

আদায় করিনি, এই বলে তিনি বিতির নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত মনসুর (রা.) বলেন, আমরাও হযরত ওমর (রা.) এর পিছনে কাতারবন্দি হয়ে গেলাম অর্থাৎ তার পিছনে ইকতিদা করলাম এবং এক সালামে বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করলাম।

ثم قال ويمكن أن يقال إن الجماعة فيه غير مستحبة .

অর্থাৎ- 'নফল নামায জামাতে পড়া মুবাহ হওয়ার ফতোয়াটা যুক্তিসঙ্গত।'

ثم اِنْ كَانَ ذَالِكَ أحيَانًا كَمَا فَعَلَ عمر كَانَ مُبَاحًا غَيْر مكروهٍ .

অতঃপর যদি জামাতে পড়াটা নিয়মিত না হয়ে বরং প্রতি একমাস, দু'মাস, তিন মাস, চার মাস এভাবে পাঁচ, ছয় কিংবা প্রতি বৎসর অন্তরে একবার সময় সাপেক্ষে ঐ নফল নামায আদায় করা হয়।

যেমন হযরত সৈয়্যদুনা ওমর ফাওউক রাদ্বিআল্লারু তাআলা আনরু এর কর্ম বা ফে'ল দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ফরয নামায যেমনিভাবে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত **(على الدوام)** পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করা হয়ে থাকে। নফল নামাযের ক্ষেত্রে এরকম না হওয়া বাঞ্চনীয়। যেহেতু নফল নামায সময় সাপেক্ষে জামাতে আদায় করা **بلا كراهت** জায়েয ও বৈধ হয়ে থাকে।

وان كان على سبيل المواظبةِ كان مكروهة (حاشيه شرح الياس)

আর ফরয নামাযের ন্যায় নফল নামায আযান-ইক্বামতের মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে সকাল-সন্ধ্যা জামাতে আদায় করাই হচ্ছে মাকরূহ। (শরহে ইলিয়াস)

التَّطَوُّعُ بجماعةٍ انما يكره إذا كان على سبيل التداعى أى بالأذانِ والإقامة .

'নফল নামায জামাতে পড়াটা তখনই মাকরূহ হবে যখন ফরয নামাযের ন্যায় আযান ও ইক্বামতের মাধ্যমে আহ্বান করা হবে।'

وَامَّا اذا صلوُّا بالجماعة فى ناحية المسجد بغير أذان واقامة فلا يكره (منه)

বলা বারুল্য, আযান ও ইক্বামত ব্যতিরেকে মসজিদের এক প্রান্তে ফরয নামাযের নিয়ম পরিহার করে নফল নামায জামাতে আদায় করা **(بلا كراهت جائز)** নিঃসন্দেহে জায়েয ও বৈধ।

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকেন যে- (احتياط كا تقاضه) নিজেকে সাবধানতা ও সতর্কতার মানসে নফল নামায জামাতে আদায় না করাই শ্রেয়?

উত্তর ঃ আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা খান বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়া' শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এখানে **احتياط** বা সাবধানতা বলতে কিছুই নেই। কোন চিন্তা-ভাবনা ও ব্যাখ্যা-বিশে- ষণ ও গবেষণা ছাড়াই সুস্পষ্ট ও শরীয়ত সিদ্ধ কোন জিনিষকে হারাম অথবা মাকরূহ বলা পবিত্র শরীয়তের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শামিল। বরঞ্চ এখানে **احتياط** তথা সাবধানতা হচ্ছে তা গ্রহণ করা। আর ইহাই হচ্ছে মূল ও বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যে যাকে জায়েয বা মুবাহ বলা হয়েছে তাকে জায়েয ও মুবাহ মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে **احتياط** বা সাবধানতা। ইহাকে হারাম বা মাকরূহ বলা শরীয়তের মধ্যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শামিল।

হযরত আল্লামা সৈয়দ আবদুল গণি নাবলুছী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করেছেন–

ليس الاحتياط فى الافتراء على الله تعالٰى بإثباتِ الحرمةِ أو الكراهةِ الذين لابد لهما من دليلٍ بل فى القول بالاباحة الّتى هى الأصل .

অর্থাৎ- হারাম বা মাকরূহ প্রমাণিত করার মধ্যে আল্লাহর উপর অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যে মিথ্যার উপর **احتياط** নেই। যখন হারাম ও মাকরূহ উভয়ের জন্যই দলিল হওয়া আবশ্যক। কাজেই মুবাহ বলাটাই সমীচীন ও নিরাপদ।

'কাফী' কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক 'বাহওউর রায়েক' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–

والأحكام تبتغى على الصرف فيعتبر فى كل عصر عرف افعله .

অর্থাৎ- আহকামে শরীয়ার ভিত্তি ও মূল হচ্ছে **عرف** তথা প্রচলিত রীতি-নীতির উপর। কেননা প্রত্যেক যামানা ও যুগে সে সময়কার লোকদের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

এক যুগের বাসিন্দাদের **عرف** তথা প্রচলিত রীতি-নীতি পরবর্তী যুগের বাসিন্দাদের বেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। বরঞ্চ সে সময়কার লোকদের প্রচলিত রীতি-নীতিই গ্রহণযোগ্য হবে। বর্তমান সময়কার লোকগণ অলসতা ও গাফলতির চরম সীমায় নিমজ্জিত হয়ে আরাম-আয়েশের বেড়াজালে আটকে পড়ে ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ থেকে একেবারে সরে পড়েছে। কাজেই বর্তমান সমাজের এমন

নাজুক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করে ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত হযরতুল আল্লামা শাহ সৈয়দ গাজী আজিজুল হক আল্-কাদেরী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বৎসরের সেই পূণ্যময় রজনী লাইলাতুল ক্বদর, লাইলাতুল বরাআতের রাত্রে নফল নামায জামাতে আদায় করার ব্যাপারে ফতওয়া দিয়েছেন। যা বর্তমান সময়কার চাহিদা ও আকাঙ্খারই বাস্তব প্রতিফলন। সম্মানিত মুফতি সাহেবানদেরও উচিত তারা বর্তমান সময়ের এহেন নাজুক পরিস্থিতে জনসাধারণের সহজ ও যুক্তি সিদ্ধতা মোতাবেক ফতওয়া দেয়া। যা আদায়ে মানুষের জন্য সহজ হয়। অর্থাৎ তারা যেন অলস ও গাফেল হয়ে ইবাদত-বন্দেগী করা থেকে দূরে সরে না পড়ে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত হেকমত ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদেরকে যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী ও সর্বোপরি আল্লাহর দিকে ধাবিত করাই উদ্দেশ্য।

'ফতোয়ায়ে শামীর' মধ্যে বর্ণিত আছে–

و ينبغى أن يكون مطمح نظره (اى المفتى) الى ما هو أرفق وأصلح .

অর্থাৎ- মুফতি সাহেবানদের উচিত ভবিষ্যত আগত লোকদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে যা তাদের জন্য সহজ ও কল্যাণকর, সে রকম যুগোপযোগী ফতওয়া প্রদান করা।

কিছু সংখ্যক ফকীহর বর্ণনা মতে, **تَدَاعِىْ** এর সাথে (দুই কিংবা তিনজন মুকতাদি হওয়া) নফল নামায জামাতে আদায় করা না-জায়েজ বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। অতএব উভয়ের ফতওয়া ও রায়ের মধ্যে বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিবাদের জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে কোন প্রকার **تعارض** তথা বিবাদের কোন অবকাশ নাই। কেননা যাঁরা তাঁদের ফতওয়া দ্বারা নফল নামায জামাতে না-জায়েয বলেছেন তাঁরা **تَدَاعِىْ** বলতে **حكمًا** (আদেশ সূচক) **تَدَاعِىْ** বলেছেন। আর যাঁরা জায়েয বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা **تَدَاعِىْ** বলতে **حقيقى** তথা প্রকৃত **تَدَاعِىْ** ই বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে **تعارض** তথা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের কোন অবকাশ রইল না। এখানে **تَدَاعِىْ** এর প্রকৃত অর্থই প্রযোজ্য হবে। যার অর্থ আযান ও ইক্বামত। সুতরাং **تَدَاعِىْ** এর প্রকৃত অর্থ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ- আহ্বানের ব্যবস্থা করা। আযান ও ইক্বামতের মাধ্যমে ধুম-ধাম ও জাঁক-জমকপূর্ণ পরিবেশে নফল নামায জামাতে আদায় করা। জানা আবশ্যক যে, ইসলামী শহরসমূহে অধিকাংশ মসজিদের মুসল্লিরা সারা রাত্র জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দেন। আর তা জামাত সহকারেও হয়ে থাকে, আবার একাকীও। সালাতুত্ তাস্বীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযও জামাত সহকারে

আদায় করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে সর্বদা জামাতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নফল নামায জামাতে আদায় করাতে সাওয়াবও নেই, আবার গুনাহও নেই। বরঞ্চ গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা মুবাহর মধ্যে গণ্য। যাতে করে ইবাদতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

ফরয নামায জামাতে আদায় করা আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট। আর ইহা জামাতে আদায় করাতে দু'টি সাওয়াব ও পূণ্য নিহিত। ১. আল্লাহর হুকুম ও আদেশ পালনের কারণে, ২. মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে একই কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ফরয নামায জামাতে আদায় করাতে দু'টি সাওয়াব নির্ধারিত। পক্ষান্তরে নফল নামায জামাতে আদায়ে একটি সাওয়াব বিদ্যমান। এ কারণে অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন হতে নফল নামায জামাতে পড়া প্রমাণিত।

সুতরাং ফরয নামায জামাতে পড়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং নফল নামায জামাতে পড়া যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

অতএব উভয় নামায জামাতে আদায় করার মধ্যে পার্থক্য প্রমাণিত হয়ে গেল। তবে **تَدَاعِىْ** সহকারে নফল নামায জামাতে আদায় করা ফকীহগণ মাকরূহ বলে মন্তব্য করেছেন। মাকরূহ বলতে মাকরূহে তানযিহী, যা **خلاف أولى** তথা অধিকতর উত্তমের বিপরীত।

আবার ফকীহগণের মধ্যে কতেকের মতে, **تَدَاعِىْ** বলতে আযান ও ইক্বামত উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে ফরয নামাযের জন্য আযান ও ইক্বামতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। নফল নামাযের ক্ষেত্রে অনুরূপ হওয়াটা মাকরূহ।

হযরত শায়খ নেজাম উদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূরায়ে ক্বদরের তাফসীর করতে গিয়ে উসূলের কায়দা দ্বারা এ বিরোধপূর্ণ মাসআলার সুন্দর সমাধান করেছেন। তিনি বলেন–

انَّ الْفِعلَ اَلْوَاحِدَ قَد يَخْتَلِفُ حَالُهُ فِى الحُسْنِ وَالقُبح بِسَبَبِ اِخْتِلافِ الاعتِبارَاتِ الشَّرعِيَّةِ اَوِ الْعَقْلِيَّةِ . فَصَلاةُ الجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَرِدِ بِكَفٍّ دَرَجَةٍ لاجَلِ شَرَفِ الاِجْتِمَاعِ . اِنَّ الافعَال تَخْتَلِفُ اَثَارُهَا فِىْ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ بِاِخْتِلَافِ الجِهَاتِ وَ بِحَسْبِ الازمِنَةِ وَالامْكِنَةِ . وَ ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللهِ وَعِنَايَتِهِ بِمَخْلُوْقَاتِهِ عَلَى حَسْبِ مَشِيَّتِهِ وَاِرَدَتِهِ . جزء ٣، صفحه ١٤٦

অর্থাৎ- একই কাজ (হুকুম বা আমলের ক্ষেত্রে) শরয়ী আকলী বা যুক্তিভিত্তিক কিংবা কিয়াসের দ্বারা মতানৈক্যের কারণে **حسن** ও **قبح** (উত্তম ও দোষ-ত্রুটি) বা জায়েয না-জায়েয এর মধ্যে নিজ অবস্থার ক্ষেত্রে কখনো

মতভেদ হওয়াটা স্বাভাবিক। বলা বারুল্য, এরই ভিত্তিতে নফল নামায জামাতে আদায় করা অধিক লোক সমাগমে বুযুর্গী ও শরাফতের (আভিজাত্য) কারণে একা নামায পড়া থেকে অতীব উত্তম ও আফযল।

নিশ্চয় যুগ ও স্থান ভেদে বিভিন্ন কারণবশতঃ মতানৈক্যের উৎপত্তিতে কর্মের সাওয়াব ও শাস্তির মধ্যেও মতভেদ হয়ে থাকে। এরই নিরিখে সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী হিকমত ও কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত করা বাঞ্চনীয়। যেহেতু জনসাধারণ অলস ও গাফলতির বেড়াজালে আটকে পড়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী থেকে দূরে সরে পড়েছে। কাজেই এহেন নাজুক ও দুর্যোগপূর্ণ সময়ে লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুল বরাত ইত্যাদি নফল নামায জামাতে আদায় করা উত্তম ও আফযল। যখন লোকগণ تَدَاعِىْ ব্যতীত এমনিতেই একত্রিত হয়ে যাবে, তখন জামাতে আদায় করাতে আর প্রতিবন্ধকতা রইলনা। যদিওবা পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক ফকীহগণ ইহাকে মাকরূহ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইহা আল্লাহ জাল্লা শানুরুর ইরাদা বা ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ যা তিনি আপন বান্দাদেরকে দয়া মেহেরবানী ও কওট্টণা করে থাকেন।

'মিনহাযুল মাসায়েল' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, শবে ক্বদর ও শবে বরাতের নামায কতেকস্থানের লোকগণ জামাতে আদায় করে থাকে। ফকীহগণ ইহাকে মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু জামাতের আয়োজন করাতে অনেক বেনামাযী আল্লাহর দরবারে সিজদার পাশাপাশি বিনয়-নম্রতা ও ভীতি সহকারে তাওবা ও ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কাজেই গুটি কয়েক ফকীহ যদিওবা ইহাকে মাকরূহ বলে ফতওয়া প্রদান করে থাকেন, তবুও এরকম অধিক সাওয়াব ও ফযিলতময় আমল বা কর্মকে কোন অবস্থাতেই পরিহার করা ঠিক হবেনা।

'কুওয়াতুল কুলূব' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, বারংবার পনেরই শাবানের রাত্রের নফল নামায জামাতে আদায় করা হয়ে থাকে। হযরত নু'মান ইবনে আমের, খালেদ ইবনে মা'দন ও হযরত ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ প্রমূখ আলেমগণ উপরোক্ত ফতওয়ার উপর একমত পোষণ করেছেন।

وَ يَجْتَمِعُوْنَ فِيْهَا وُرَّبمَا صَلُّوْاهَا جَمَاعَةً . قوت القلوب، صفحه ٢٦ .

আর লোকজন শবে বরাত, শবে ক্বদরের রাত্রে মসজিদ ও খানাকাহ সমূহকে বুযুর্গী ও বরকতময় স্থান জেনে এ সমস্ত রাত্রে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে এবং আল্লাহর কওট্টণা রহমতের আশা নিয়ে বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে কান্নাকাটি করে। পাশাপাশি রাত্রি

যাপনের মাধ্যমে নফল নামায জামাতে আদায় করে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক এ সমস্ত রাত্রে একত্রিত হয়ে উক্ত রাতসমূহের নফল নামায অনেক ক্ষেত্রে জামাতে আদায় করে থাকে। নিঃসন্দেহে ইহা উত্তম ও ভাল কাজ। কতেক লোক লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুর রাগায়েব ইত্যাদির ফযিলত ও বরকত সম্বলিত বর্ণিত হাদিসসমূহকে মাওজু বা বানায়োট বলে মন্তব্য করেছেন এবং এ সমস্ত রাতসমূহের নফল নামাযকে মাযমুম তথা ইতর, অনর্থক এবং পাপ কাজ বলে ঘোষণা করেছেন।

তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে মুহাক্কিকীন ও সূফীয়ায়ে কেরামগণ এ সমস্ত রাত্রে নফল নামায, দু'আ মাহফিল, যিকির-আযকার ইত্যাদির আয়োজনের মাধ্যমে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পক্ষে তাদের রায় ও মত প্রদান করেছেন। আর মুসলমানগণও মিলাদ-মাহফিল, ফাতেহাখানি ও যিকির-আযকার ইত্যাদি মাহ্ফিলের আয়োজন করে থাকেন।

আবার কোন কোন আলেমগণের দৃষ্টিতে উক্ত মাহফিলসমূহের আয়োজন করা বেদআত ও মাকরূহ। তথাপিও লোকজন এ সমস্ত রাতসমূহে উক্ত মাহফিলের আয়োজন করাকে সাওয়াব ও বরকতময় মনে করে আদায় করে থাকেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন আলেমই এ রীতি-নীতিকে নাজায়েয বলে ফতওয়া দেননি। যদিওবা ইহা **عدم جواز** তথা না-জায়েযের উপরও দলিল হতে পারে।

হযরত আল্লামা ইমাম কফবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তব্ক্বাতে হানাফীয়া' নামক কিতাবে হযরত ইমাম বোরহান উদ্দীন মাহমুদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র কিতাব 'মুহীতে বোরহানী'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন–

لَا يَكْرَهُ الْاِقْتِدَاءُ بِالْاِمَامِ فِيْ الرَّغَائِبِ وَلَيْلَةَ النِصْفِ مِنْ شَعْبَان لَان مَارآه الْمُسلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنٌ خُصُوصًا إِذَا اِسْتَمَر فِى بلاد الإسلام وَالامصار لأن العرف إذا استمرَ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الاِجْمَاعِ فِى تِلْكَ الصَّلوةِ وَاعطَاءِ الصَّدْقَاتِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْاَطْعَمَةِ وَالْحَلاوِى وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمنع بعض الفقهاء ذالك . لكن فسادهم اكثر من اصلاحهم لان فِى المَنْعِ مَنْعُ الصَّدَقَاتِ وَمَنْعُ رغبَةِ النَّاسِ عَنِ الْخُصُوْرِ فِى الْجَمَاعَات . وَذٰلِكَ لَيْسَ مَرضيًا عَقْلًا وَسَمعًا وَمَنْ افْتٰى بذٰلِكَ فَقَد اَخطأ فِى دَعْوَاهُ .

অর্থাৎ- উপরোক্ত পূণ্যময় রজনীর নামাযসমূহ জামাতে আদায় করা মাকরূহ নয়। যে সমস্ত কাজ ও আমলকে মুসলমানগণ ভাল ও উত্তম মনে করেন আল্লাহর নিকটও তা উত্তম ও ভাল। বিশেষতঃ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে ইহা সার্বজনীন

গ্রহণযোগ্য হয়েছে বিধায় সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ইজমা তথা ঐক্যবদ্ধ হওয়ারই স্থলাভিষিক্ত। আর উক্ত নামাযসমূহ জামাতে আদায় করার মধ্যে অনেক ফায়েদা ও উপকার রয়েছে। কতেক ফকীহ ইহা করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের এ ধরনের শুদ্ধাচার দ্বারা ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হতে চলেছে। ইহা থেকে বিরত রাখা মানে হচ্ছে জামাতে উপস্থিত হওয়ার মত একটি গুওত্বপূর্ণ ভাল ও উত্তম কাজ থেকে মানুষকে দূরে সরে রাখারই নামান্তর। আর ইহা যুক্তিতর্ক ও শরীয়তের নিরিখে অপছন্দনীয়। যারা এ ধরণের ফতওয়া প্রদান করে তারা বাস্তবিক পক্ষে ভুলের মধ্যে রয়েছে।

উক্ত 'তাব্ক্বাতে হানাফীয়া' নামক কিতাবে 'শরহে নেক্বায়া'র উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বর্ণনা করা হয়েছে–

لا يكره الاقتداء بالامام فى القدر والرَّغَائِبِ و نِصْفُ شَعْبَانَ لِاَنَّ مَاراٰه المُسلمِونَ حسنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ .

তেমনিভাবে এ ব্যাপারে 'কানযুল ইবাদ' সহ উল্লেখযোগ্য ফিকহ্র কিতাব সমূহে দলিল প্রমাণাদি বিস্তারিত বর্ণিত আছে।[১]

তবে কতেক ফকীহগণের দৃষ্টিতে মাকরূহ।

وكذا أَدَائُـهُ جـمَاعة مكروه عـند الفقـهاءِ .

এজন্যই ইমাম মুহীত বুরহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইজমায়ে উম্মাতের যে দাবী করেছেন এর উপর আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেজা খাঁন বেরেলভী আলাইহির রাহমাহ্ বলেছেন যে, ইজমায়ে উম্মতের দাবীটা ভুল ও অযৌক্তিক।

যদিওবা উত্তম ও গ্রহণযোগ্য দলীল হচ্ছে, নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ নয়। ইহাই হচ্ছে ফকীহগণের ফতওয়া ও অভিমত।

হযরত শাইখ আবদুল গণী নাবেলুসী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত 'আল্-হাদীকাতুন্ নাদীয়াহ' শরহে 'ত্বরীকাতে মুহাম্মদীয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–

ومن هذا القبيل نهى الناس عن الصلوة الرَّغَائب بالجماعة وصلوة القدر ونحو ذالك وان صرح العلماء بالكراهة بالجماعة فيها. فلا يفتى بذالك العوام لئلّا نقل رغبتهم فى الخيرات .

সালাতুল ক্বদর ও সালাতুর রাগায়েবসহ অন্যান্য পূর্ণ্যময় রজনীর নফল নামায জামাতে আদায় করা ওলামায়ে কেরাম যদিওবা মাকরূহ বলেছেন, কিন্তু সাধারণ লোকদেরকে সে রকম মাক্রূহ ফতওয়া না দেওয়াই ভাল। কারণ তারা

---

[১]. সাইফুল মুস্ড়াফা, কৃত-ইমাম আহমদ রেযা (রহ.), পৃষ্ঠা-১১।

যেন এরকম একটি ভাল ও পূণ্যের কাজ থেকে দূরে সরে না থাকে এবং তাদের ভাল কাজের প্রতি প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ হ্রাস না পায়।

হযরত আল্লামা ওয়াইসি (রাহ.) বলেছেন- সালাতুর রাগায়েব ও সালাতুল ক্বদর ইত্যাদির নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু ফোকহায়ে কেরামগণ বলেছেন– যদি কোন লোক জামাতে আদায় করে থাকে তাহলে তাকে যেন বাধা দেওয়া না হয়।[১]

বরুল প্রসিদ্ধ অন্যতম ফতওয়াগ্রন্থ 'দূররে মুখতার' এর মধ্যে বর্ণিত আছে–

كره تحريمًا صلواة مع شروقٍ الَّا العوام فلا يمنعون من فعلهم لأنهم يتركون، والاداء الجائز اولى من التَرك .

অর্থাৎ- সূর্য উদিত হওয়ার সময় নামায পড়া মাকরূহে তাহ্রীমী, কিন্তু সাধারণ লোককে সে সময় নামায পড়া অবস্থায় বাঁধা দেওয়া নিষেধ। কেননা হয়তবা এর পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকটি নামায পড়াটাই একেবারে বন্ধ করে দিবে। কায়েদা বা বিধান হচ্ছে তরক বা ছেড়ে দেওয়া হতে আদায় করাই উত্তম।

ইবনে তাইমিয়ার নিকট শবে বরাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন–

فاجب اذا صلى الانسان ليلة النصف من شعبان من وحده او فى جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن (فتاوى ابن تيميه)

শবে বরাত সহ অন্যান্য পূণ্যময় রজনীর নামায জামাতে আদায় করা অথবা একা পড়া উভয় অবস্থাতেই মুস্তাহাসন। পূর্বেকার আলেমগণ তেমনটি করতেন।[২]

সারাংশ হচ্ছে এই– মুহাক্কিকে দাওরান হযরত আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদী (রহ.)-এর নিকট প্রশ্ন করা হলো- বর্তমানে আমাদের সময়কালে নফল নামায জামাতে আদায়ের রুকুম কি?

তিনি বলেন, ফোকাহা-ই আহনাফের দৃষ্টিতে চারের কম ব্যক্তি জামাত পড়া সাধারণত জায়েয। আর যদি চারের অধিক লোক হয় এবং নিয়মিতভাবে নফল নামায জামাতে আদায় করা হয় তবে মাকরূহে তানযিহী। আর যদি সময় সাপেক্ষে উক্ত নফল নামায জামাতে আদায় করা হয় তাহলে মাকরূহে তানযিহীও হবে না। অর্থাৎ মাঝে মধ্যে দু' একবার পড়লে।

---

১. নশরুল জাওয়ায, পৃষ্ঠা-১২।

২. ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া।

'খোলাসাতুল ফতওয়া' গ্রন্থে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম ব্যতীত নফল নামাযে তিন জন মুকতাদী হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ নয়। আর চারের ব্যাপারে মাশায়েখে কেরামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য বর্ণনা মতে ইহাও মাকরূহ নয়।

হযরত আল্লামা শামী আলাইহির রাহ্মাহ্ বলেছেন, 'মুখতাছাওউল কুদুরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নফল নামায জামাতে আদায় করা নাজায়েয। এর দ্বারা জায়েয হওয়াকে রহিত বা নিষেধ করা হয়নি, বরঞ্চ ফকীহগণ ইহাকে মাকরূহ বলেছেন। কেননা 'খোলাছাতুল ফতওয়া' কুদুরীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ নয়।

এরই সমর্থন করতে গিয়ে 'রুলীয়া' গ্রন্থে হযরত ইমাম ত্বাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মনছুর ইবনে মোখজেমা রাদ্বিআল্লারু আনরু এরশাদ করেছেন, আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লারু আনরুকে রাত্রে দাফন করেছিলাম। দাফন কার্য সমাপনান্তে হযরত ওমর ফাওউক রাদ্বিআল্লারু তাআলা আনরু এরশাদ করেন, আমি বিতিরের নামায আদায় করিনি, এ বলে তিনি বিতির নামায আদায়ের লক্ষে দণ্ডায়মান হলে আমরাও তাঁর পিছনে ইকতিদা করে সকলে সারিবদ্ধভাবে কাতার বন্দী হয়ে গেলাম। হযরত ওমর রাদ্বিআল্লারু আনরু আমাদেরকে নিয়ে একই সালামে বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করলেন। 'রুলিয়া' গ্রন্থের প্রণেতা আরো উল্লেখ করেছেন যে, এর থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, নফল নামায জামাতে আদায় করা **غير مستحب** অর্থাৎ-মুবাহ্।

اَلْظَّاهِرُ اِنَّ الْجَمَاعَةَ فِيْهِ غَيْرُ مُسْتَحَبَّة ثُمَّ اِنْ كَانَ ذَالِكَ اَحْيَانًا كَمَا فَعَلَ عُمَر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَانَ مُبَاحًا غَيْرُ مَكْرُوْهَةٍ وَاِنْ كَانَ عَلَى سَبِيْلِ المَوَاظِبَةِ كَانَ بِدْعَةً مَكْرُوهَةً لانَّهُ خِلَافَ المَتَوَارِثِ . وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ مَا ذَكَرَهُ القدورى فى مختصره- وما ذكره فى غير مختصره يحمل على الاول . قال العلامة الشامى ويؤيده ايضًا مافى البدائع من قوله ان الجماعة فيه التطوع ليست بسنة الا فى قيام رمضان ، فان نفى السنة لا يستلزم الكراهة نعم ان كان مع المواظبة كان بدعة فيكره –

و فى حاشية البحر للخير الرملى علل الكراهة فيه الضياء والنهاية بان الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراةُ فى جميعها- وتؤدى بغير اذان و اقامة والنفل بالجماعة غير مستحب لانه لم تفعله الصحابة فى غير رمضان .

وهو كالصريح فى انها كراهة تنزيهة . تامل

قوله على سبيل التداعى هو ان يدعو بعضهم بعضًا كما فى المفرد وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة . ان الجماعة فى التطوَّع ليست بسنة تفيد عدمه .

নফল নামায জামাতে আদায় করা মুবাহ্। যদি উক্ত জামাত নিয়মিত না হয়ে মাঝে মধ্যে হয়, যেমন হযরত ওমর ফাওউক রাদ্বিআল্লারু আনরু থেকে বিতির নামায জামাতে আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা মুবাহ ও গায়রে মাকরূহ। আর যদি নফল নামায সর্বদা ফরয নামাযের ন্যায় জামাতে আদায় করা হয়, তবে ইহা বেদআত ও মাকরূহ। কেননা তা সুন্নাতে মুতাওয়ারেছার খেলাপ ও পরিপন্থী।

মুখতাছাওউল কুদুরীতে নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ লিখেছেন, তা সর্বদা জামাতে আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে। আর অন্যান্য কিতাব সমূহে এর বিপরীত উল্লেখ রয়েছে। যদি নফল নামায পুরো বছরে দশ/বিশ বার জামাতে আদায় করা হয় তবে জায়েয।

হযরত আল্লামা শামী আলাইহির রাহমাহ্ বলেছেন, আমি ছাহেবে রুলিয়ার মতামতকে গ্রহণ করছি। **الضياء** 'র বর্ণনা মতে তারাবিহ নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল নামায জামাতে আদায় করা সুন্নাত নয়। কাজেই সুন্নাতকে নফী বা না-সূচক দ্বারা মাকরূহ হওয়াটা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

হ্যাঁ! যদি নফল নামায সর্বদা নিয়মিত ভাবে ফরয নামাযের ন্যায় জামাতে আদায় করা হয় তবে মাকরূহ। আল্লামা শামী আলাইহির রাহ্মাহ এর সুযোগ্য উস্তাদ হযরত আল্লামা খায়ওউদ্দীন রমলী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আল্-বাহ্ওউর রায়েক্ব' এর হাশীয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বদা নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ। 'নেহায়া'র মধ্যে বর্ণিত আছে, বিতির নফলের সাদৃশ্য। কেননা বিতিরের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। আর বিতির আজান ও ইকামত ব্যতিরেকে আদায় করা হয়। নফল জামাতে আদায় করা গায়রে মুস্তাহাব। কারণ সাহাবায়ে কেরামগণ রমযান ব্যতীত বিতিরের নামায জামাতে আদায় করেননি।

উক্ত বর্ণনা দ্বারা ইহা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহে তান্যিহী।

উল্লেখ্য যে, **قوله عَلى سَبِيْلِ التَّدَاعِىْ** –এর অর্থ হচ্ছে একে অপরকে ডাকা-খোঁজা করে জমায়েত করা।

প্রশ্ন ঃ নফল নামায জামাতে ইকতেদা করাতে জামাতের সাওয়াব অর্জিত হবে কিনা?

উত্তর ঃ নফল নামায জামাতে আদায় করা যেহেতু সুন্নাত নয়, বিধায় জামাতের ফযিলত ও সাওয়াব পাওয়া যাবেনা। তবে আশা করা যায় মু'মিনদের জমায়েত ও একত্রিত হওয়ার সাওয়াব পেতে পারে।

আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান বেরেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ ফরমায়েছেন, ইমাম ব্যতীত নফল নামাযের জামাতে তিনজন পর্যন্ত মুকতাদী হওয়ার অনুমতি আছে। চারের অধিক হওয়া হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহে মাকরূহে তানযিহী লিখেছেন। ইহা গুনাহও নয়, হারামও নয়। এ ব্যাপারে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী অনেক আলেম-ওলামা ও ফকীহ্গণের মতে নফল নামাযের জামাত تَدَاعِىْ এর সাথে আদায় করা জায়েয। আর সাধারণ লোকদেরকে ভাল কাজ হতে নিষেধ করা থেকে বারণ করেছেন।[১]

ফকীহ আ'যম আল্লামা বছির পুরী আলাইহির রাহ্মাহ্ বলেছেন, মাঝে মধ্যে কোন কোন সময় নফল নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহে তানযিহীও নয়।[২]

উপরোল্লিখিত মতামতের ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আল্লামা খায়ওট্টদ্দীন রমলী হানাফী, হযরত আল্লামা শামী হানাফী, আল্লামা আবদুল গণী নাবেলুছী হানাফী, আল্লামা ছাহেবে খোলাছাতুল ফতওয়া ও আল্লামা ছাহেবে রুলীয়া আলাইহিমুর রাহমাহ সহ প্রমূখ ইমাম ও ফকীহ্গণের গবেষণা ও মতামতের নিরিখে লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুর রাগায়েব যা পুরো বছরে একবারই হয়ে থাকে, এ সমস্ত নামায জামাতে আদায় করা **بلا كراهة جائز** তথা নিঃসন্দেহে জায়েয। আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান কাদেরী আলাইহির রাহ্মাহ, ফকীহ আ'যম আল্লামা বছীরপুরী আলাইহির রাহ্মাহ্, মুহাদ্দিস ও সুফী গোলামুল্লাহ আলাইহির রাহ্মাহ এবং মুহাদ্দিস ও মুফাচ্ছিরে কুরআন আল্লামা গোলাম রাসুল সাঈদী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিসহ প্রমূখ আলেম-ওলামাদের গবেষণা ও তাহ্কীক অনুযায়ী বর্তমান সময়ে লোকগণ যেহেতু অলস ও আরাম প্রিয়ের কারণে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী থেকে অনেকটাই সরে পড়েছে বিধায় এহেন পরিস্থিতিতে যদি লোকগণ শবে বরাত,

---

১. ফতওয়ায়ে রেজভীয়া, খন্ড-৩

২. ফতওয়ায়ে নূরীয়া

শবে ক্বদর ইত্যাদি নফল নামাযসমূহ জামাতে আদায় করতে আগ্রহী হয় ওলামাগণের উচিত তাদেরকে এরকম ভাল কাজ থেকে বারণ না করা।

এমনকি দ্বীন ধর্মের কাজে চাপসৃষ্টি ও জোরজবরদস্তী করা ইবনে তাইমিয়াও নাজায়েয বলেছেন। এ সমস্ত পূণ্যময় কাজ থেকে লোকদেরকে নিষেধ করা ঠিক নয়।

হ্যাঁ! তবে এ সমস্ত কাজকে যেন সব সময় ও অভ্যাসে পরিণত করা না হয় সেটাই লক্ষ্যণীয়।

فقط الله ورسوله اعلم

সমাপ্ত